# নগর সংবাদ
NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৪ : সংখ্যা ১৩
Vol. IV No. 13

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮
July-September 2008


## আমরা শোকাহত

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক
(জানুয়ারী২০, ১৯৪৫-সেপ্টেম্বর ১, ২০০৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে গত ১ সেপ্টেম্বর সোমবার ২০০৮ বাংলাদেশ সময় সকাল ১১:৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা, এক পুত্র, বৃদ্ধ মা সহ অসংখ্য স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর মৃত্যুতে এলজিইডি পরিবার তাদের একজন অভিভাবক হারিয়ে গভীরভাবে শোকাহত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এলজিইডির অগ্রযাত্রায় তাঁর অসাধারণ অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার তথা গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে জনাব সিদ্দিক এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ৪ সেপ্টেম্বর সকালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মরহুমের মরদেহ ঢাকায় পৌঁছলে বিমান বন্দর থেকে সরাসরি তাঁর নিজ হাতে গড়া এক সময়ের প্রিয় কর্মস্থল এলজিইডি সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। এসময় এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মরহুমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রথম নামাজে জানাজাশেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে অন্তিম গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এরপর ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি), গুলশান আজাদ মসজিদ এবং নিজ জন্মস্থান কুষ্টিয়াতে আরও তিনটি জানাজাশেষে ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। (এরপর ৪ পাতায়)

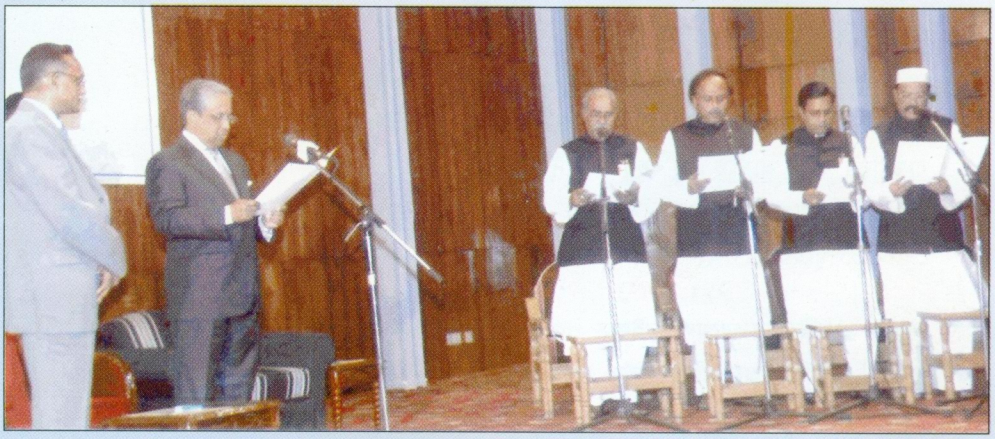

প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দিন আহমেদ চার সিটি মেয়রের শপথ বাক্য পাঠ করান, পাশে দাঁড়ানো এলজিআরডি উপদেষ্টা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল।

## চার সিটি মেয়রের শপথ গ্রহণ

শপথ নিলেন নব নির্বাচিত চার সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলররা। গত ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এলজিইডি মিলনায়তনে মেয়রদের শপথ বাক্য পাঠ করান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দিন আহমেদ। মেয়র হিসেবে শপথ নেন খুলনা সিটি করপোরেশনের জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, রাজশাহীর জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সিলেটের জনাব বদরউদ্দিন আহমেদ কামরান ও বরিশালের জনাব শওকত হোসেন হিরণ। একই অনুষ্ঠানে চারটি সিটি কর্পোরেশনের ১৫৭ জন কাউন্সিলরকে শপথ বাক্য পাঠ করান স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শেখ খুরশীদ আলমের পরিচালনায় শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের বিশেষ সহকারীবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য, গত ৪ আগষ্ট ৪টি সিটি করপোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ❐

## পৌরসভা পারফরমেন্স রিভিউ কমিটির (PPRC) সভা অনুষ্ঠিত

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পারফরমেন্স মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গঠিত পৌরসভা পারফরমেন্স রিভিউ কমিটি (PPRC)'র তৃতীয় সভা গত ২১ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শেখ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউজিআইআইপি'র ২য় পর্যায়ে (ফেজ-২) ৩০টি পৌরসভার পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে ২৭টি পৌরসভাকে তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি একটি পারফরমেন্স বেইজড্ প্রকল্প । প্রকল্পটি ২ বছর মেয়াদী ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৬ সালের জুন মাসে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের (Phase-I) কাজ শেষ হয়। পৌরসভার সুষ্ঠু পরিচালন (গুড গর্ভনেন্স) নিশ্চিত করাসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ এ্যাকশন কর্মসূচি বা UGIAP এর আওতায় ৫টি Key Result Areaতে পৌরসভাসমূহকে ৩৫টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রকল্প (এরপর ৪ পৃষ্ঠায়)

## ভেতরের পাতায়


সম্পাদকীয় - ২
মাষ্টারপ্ল্যান কার্যক্রম শুরু - ২
ম. ই. উইং মহাপরিচালকের পৌরসভা পরিদর্শন - ২
এডিবি আরবান সেক্টর কৌশল বিষয়ক কর্মশালা - ৩
UGIIP ভুক্ত পৌরসভার বিদ্যৎ বিল পরিশোধে সাফল্য - ৩
STIFPP এর উদ্যোগে বীজ বিতরণ - ৩
মহিলা কাউন্সিলরদের আঞ্চলিক ফোরামের সভা - ৩
UGIIP এর পর্যালোচনা সভা - ৪
UGIIP ভুক্ত পৌরসভায় পৌরকর আদায়ে সাফল্য - ৪
UPPRP বদলে দিয়েছে ওদের জীবন - ৫
এমএসইউ আয়োজিত প্রশিক্ষণ - ৫
এডিবি রিভিউ মিশন ঃ STIFPP-2 কার্যক্রম পর্যালোচনা - ৬
এডিবি মিশনের বাংলাদেশ সফর - ৬
CDIA মিশনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত - ৬
এডিবি রিভিউ মিশনের EDDRP এর কার্যক্রম পরিদর্শন - ৬
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম এর দায়িত্ব গ্রহণ - ৭
অবসরে গেলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী - ৭

# সম্পাদকীয়

## UGIIP ভুক্ত পৌরসভার পারফরমেন্স মূল্যায়ন সম্পন্ন

সম্প্রতি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (UGIIP) ২য় পর্যায়ে অর্ন্তভুক্ত (Phase-II) ৩০টি পৌরসভার পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয়েছে। নগর সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি খাতে কর্মদক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে UGIIP ভুক্ত পৌরসভায় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ এ্যাকশন কর্মসূচি বা UGIAP বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় পৌরসভাগুলো ৫টি ক্ষেত্রে ৩৫টি কর্মতৎপরতা বাস্তবায়ন করে আসছে। দু'বছর মেয়াদী প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ গত ৩০ জুন ২০০৮ তারিখে শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের UGIAP বাস্তবায়নের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হলো।

UGIIP একটি পারফরমেন্স বেইজড প্রকল্প। এই প্রকল্পের এক পর্যায় (Phase) থেকে পরবর্তী পর্যায়ে অর্ন্তভুক্তির জন্য সম্পূর্ন সফলতার ভিত্তিতে UGIAP বাস্তবায়ন প্রধানতম শর্ত। যে সব পৌরসভা সম্পূর্ণ সফলভাবে UGIAP বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবে, সেসব পৌরসভা প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে (Phase) উঠতে সমর্থ হবে না। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পৌরসভার পারফরমেন্স রিভিউ কমিটির (PPRC) অনুমোদিত মূল্যায়ন মানদন্ডের (Criteria) ভিত্তিতে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনার আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক পৌরসভার পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয় ।

যে লক্ষ্য নিয়ে UGIIP প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল ২টি পর্যায় (Phase-I ও Phase-II) শেষে পৌরসভার পারফরমেন্স মূল্যায়নে দেখা যায় যে, প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ সে লক্ষ্যের দিকে অনেকটাই এগিয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এই পর্যায়েও পৌরসভা সমূহকে UGIAP বাস্তবায়নের ধারা অব্যহত রাখতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য তখনই সম্পূর্ণভাবে সফল হবে, যদি প্রকল্প সমাপ্তির পরও পৌরসভাগুলোতে নগর সুশাসন অব্যহত থাকে ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে UGIIP বর্হিভূত পৌরসভার সুশাসন নিয়ে। এক্ষেত্রে বলা যায়, আগামী জানুয়ারী ২০০৯ থেকে শুরু হতে যাওয়া UGIIP-II প্রকল্পের ৩৫টি পৌরসভায়ও বাধ্যতামূলক ভাবে UGIAP বাস্তবায়ন করতে হবে এবং UGIIP-II এর ২য় পর্যায়ে আরও ১৫টি পৌরসভা অর্ন্তভুক্ত হবে। অবশিষ্ট পৌরসভাগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এখন থেকেই উদ্দ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। প্রকল্প বহির্ভুত পৌরসভায় স্বল্প পরিসরে UGIAP বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করে বছর শেষে পৌরসভার পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) যে অর্থ পৌরসভাসমূহে বরাদ্দ দেয়া হয়, UGIAP বাস্তবায়নের ফলাফলের ওপর তা বিভাজন করলে ভালো ফলাফল আশা করা যায়।

আর একটি বিষয়ের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। আগামীতে নগর উন্নয়নের জন্য যে সব প্রকল্প হাতে নেয়া হবে সেসব প্রকল্পে পৌরসভার পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌরসভাকে অর্ন্তভুক্ত করা উচিত। ❐

## জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৩ পৌরসভার মাষ্টার প্লান তৈরীর কাজ শুরু

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (DTIDP) এর আওতায় ২৩টি জেলা শহরের মাষ্টার প্লান তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে এসব মাষ্টার প্লান তৈরী করা হবে। এজন্য প্রতিটি পৌরসভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, পেশাজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, শিক্ষক, দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি ও মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে। এ পর্যন্ত ২০টি পৌরসভায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৬ জুন এলজিইডি সদর দপ্তরের রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টারে (RDEC) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র, মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর জন্য নিয়োজিত পরামর্শক এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান। আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব নাজমুল হাসান। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, উন্নয়নের জন্য পৌরসভায় মাষ্টার প্লান না থাকায় অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে আমাদের মাঝারী শহরগুলো। এধারা অব্যহত থাকলে ভবিষ্যতে পৌরসভাগুলো বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে DTIDP এর আওতায় বাংলাদেশের মোট ৪৩টি জেলা শহরের মাষ্টার প্লান তৈরী করা হবে। ❐

## ম. ই. উইং মহাপরিচালকের নরসিংদী পৌরসভা পরিদর্শন

গত ৭ জুন ২০০৮ স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন উইং এর মহাপরিচালক জনাব স্বপন কুমার সরকার নরসিংদী পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এসময় তাঁকে নরসিংদী পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP) এর বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্রম এবং এসব কাজের বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

UGIIP প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি অবহিত হয়ে তিনি বলেন, জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, তেমনই উন্নয়ন হবে টেকসই। পরে তিনি UGIIP এর আওতায় নির্মিত সড়ক ও ড্রেন এবং নির্মাণাধীন বাস টার্মিনালের কাজ পরিদর্শন করেন। এসব কাজের গুণগতমানসহ পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক আগের তুলনায় যথেষ্ট চওড়া করে নির্মাণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ❐

## এডিবির বাংলাদেশ আরবান সেক্টর কৌশল বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের আরবান সেক্টর কৌশল নির্ধারণের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে একটি টিএ প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি আরবান সেক্টর স্টাডি সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফোরাম ফর মিউনিসিপ্যাল এন্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট (BFMUD) গত ১০ আগষ্ট এলজিইডি সদর দপ্তরে এক কর্মশালার আয়োজন করে। BFMUD-র প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এতে সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব এ ওয়াই বি আই সিদ্দিকী। আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক । কর্মশালায় আরবান সেক্টর স্টাডির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম নাজিম, প্রফেসর গোলাম মর্তুজা ও মিস রেবা পাল। নির্বাচিত বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন এমএসপি'র প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ ইফতেখার আহমেদ ও ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ্। কর্মশালায় টঙ্গী, গাজিপুর, সাভার ও কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়রগণ উপস্থিত ছিলেন । ❐

আরবান সেক্টর কৌশল বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন BFMUD এর প্রেসিডেন্ট ও সদ্য প্রয়াত এলজিইডির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব জনাব এ ওয়াই বি আই সিদ্দিকী এবং এডিবির বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

## UGIIP ভুক্ত পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সাফল্য

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের একটি মূখ্য উদ্দেশ্য হলো অধিক পরিমাণে স্থানীয় সম্পদ আহরণের মাধ্যমে পৌরসভাগুলোকে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করা, পাশাপাশি পৌরসভার কাছে পাওনা অন্যান্য সংস্থার দায় পরিশোধ করা যায় । এ বিষয়ে UGIIPভুক্ত পৌরসভাগুলো অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে । প্রকল্পের ২য় পর্যায়, অর্থাৎ ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের শুরুতে প্রকল্পভুক্ত ৩০টি পৌরসভার কাছে পিডিবি ও আরইবির প্রায় ১৫ কোটি টাকার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পাওনা ছিল । এ ছাড়া বিগত জুন ২০০৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত চলতি বিলের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জুন ২০০৮ পর্যন্ত ৩০টি পৌরসভা ৭৪% বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এবং ৯৬% চলতি বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে । ফলে ১লা জুলাই ২০০৮ তারিখে অপরিশোধিত বিলের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প চালু হবার আগে অধিকাংশ পৌরসভাই নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করত না, ফলে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল অপরিশোধিত ছিল। ❐

## STIFPP-2 এর উদ্যোগে মুন্সীগঞ্জে বিনামূল্যে মাশরুম বীজ বিতরণ ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান

গত ১১ জুলাই ২০০৮ মুন্সীগঞ্জ পৌর এলাকার যোগিনীঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে STIFPP-2 এর উদ্যোগে পল্লী চিকিৎসা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিডিসির ৪০ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে বিনামূল্যে মাশরুম বীজ বিতরণ করা হয়। STIFPP-2 ও মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার সহযোগিতায় ইতোপূর্বে সিডিসির ৪০ জন মহিলা সদস্যকে সপ্তাহব্যাপী মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব এডভোকেট মুজিবুর রহমান, পল্লী চিকিৎসা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডাঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ শহিদুল ইসলাম, মহিলা কাউন্সিলর নাসিমা আক্তার সীমা, STIFPP-2 এর পার্টিসিপেটরী প্লানিং অফিসার মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, কমিউনিটি মবিলাইজেশন এক্সপার্ট মোসাঃ শাহীনা বেগম, ৮নং ওয়ার্ড কমিটির সদস্য সচিব মোঃ আবু সাঈদ এবং ৮নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিডিসি সদস্যগণ মাশরুম চাষ করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে সক্ষম হবেন। একই অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পল্লী চিকিৎসা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডাঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন। ❐

## মহিলা কাউন্সিলরদের আঞ্চলিক ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি লক্ষ্মীপুর পৌর মিলনায়তনে পৌর মহিলা কাউন্সিলরদের আঞ্চলিক ফোরামের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেনী, লাকসাম, বান্দরবান, রাঙামাটি ও লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলরগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন। সভায় পূর্ববর্তী কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব দেলোয়ার হোসেন। উল্লেখ্য, পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে UGIIP প্রকল্পের আওতায় গঠিত ৬টি ফোরাম কাজ করে যাচ্ছে। ❐

মহিলা কাউন্সিলরদের আঞ্চলিক ফোরামের সভায় উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব দেলোয়ার হোসেন।

UGIIP এর NGO কার্যক্রম সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন।

## UGIIP এর নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে পর্যালোচনা সভা গত ২২ সেপ্টেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী পর্যালোচনা সভায় UGIIP ভুক্ত পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। UGIIP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন পৌরসভা ভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা দেন। ❐

## PPRC সভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য সহায়তা দেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ের ২২টি পৌরসভার মধ্যে ১৯টি পৌরসভা সফল ভাবে UGIAP বাস্তবায়ন করায় প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে উন্নীত হয়। প্রথম পর্যায়ের ১৯টি পৌরসভার সঙ্গে নির্ধারিত Entry Criteria বাস্তবায়ন করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর পৌরসভা থেকে ১১টি পৌরসভাকে ২য় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৩০টি পৌরসভা নিয়ে গত জুলাই ২০০৬ থেকে ফেজ-২ এর কাজ শুরু হয়। দুই বছর যাবৎ প্রকল্পভুক্ত ৩০টি পৌরসভা UGIAP বাস্তবায়ন করে আসছে। গত ৩০ জুন ২০০৮ তারিখে প্রকল্পের ফেজ-২ এর কাজশেষে আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (ইউএমএসইউ) এর আওতায় পারফরমেন্স ইভালুয়েশন এন্ড মনিটরিং (পিইএম) পরামর্শক কর্তৃক পৌরসভা সমূহের UGIAP বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হয়। সাভার, হবিগঞ্জ ও বান্দরবান পৌরসভা বাদে বাকি ২৭টি পৌরসভা সম্পূর্ণ সফলভাবে UGIAP এর ৩৫টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষম হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৭টি পৌরসভাকে PPRC কর্তৃক প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। এদিকে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে উঠতে ব্যর্থ হওয়ায় উল্লেখিত তিনটি পৌরসভার মেয়রগণ মূল্যায়ন পূর্নবিবেচনার জন্য পৃথক ভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগে আবেদন জানালে তার প্রেক্ষিতে গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে PPRC'র চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শর্ত সাপেক্ষে বাদপড়া তিনটি পৌরসভাকে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে অর্ন্তভুক্ত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শর্তগুলো হচ্ছে–তিনটি পৌরসভায় UGIAP বাস্তবায়নের Performance উন্নত করতে হবে। এক বছর পর এ তিনটি পৌরসভার UGIAP বাস্তবায়নের অবস্থা মূল্যায়ন করে সন্তোষজনক হলে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ❐

## UGIIP ভুক্ত পৌরসভায় পৌরকর আদায়ে অসাধারণ সাফল্য

পৌরসভা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পৌরবাসীর দৈনন্দিন প্রয়োজন ও সমস্যার সমাধান ছাড়াও প্রধানত ৪টি ক্ষেত্রে পৌরসভাকে নিয়মিতভাবে পরিসেবা প্রদান করতে হয়। এগুলো হচ্ছে (১) পৌর এলাকার রাস্তাঘাট, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও মেরামত করা (২) রাস্তাঘাট, ড্রেন, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থান, মার্কেট ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা (৩) সড়কবাতির ব্যবস্থা করা এবং (৪) জনগণের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ করা। উল্লিখিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করার পূর্ব শর্ত হলো পৌরসভার আর্থিক স্বচ্ছলতা, যা প্রায় কোনও পৌরসভারই থাকে না। কারণ একদিকে যেমন নাগরিকগণ নিয়মিতভাবে পৌরকর দিতে আগ্রহী হন না, অন্যদিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় পৌরকর আদায়ে পৌর কর্তৃপক্ষের মাঝে অনীহা। অধিকন্তু, পৌরকর্তৃপক্ষের ওপর জনগণের আস্থার অভাব থাকায় উভয়ের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন ওঠেঃ কোনটা আগে ? পৌরকর প্রদান নাকি পরিসেবা ?

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP) নগরবাসী ও পৌরসভার মধ্যবর্তী এই দ্বিমুখি সমস্যার অনেকটা সমাধান করেছে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে UGIIP ভুক্ত পৌরসভায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা জনগণ ও পৌর কর্তৃপক্ষের মাঝে সৃষ্টি করেছে সেতু বন্ধন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় জনপ্রতিনিধি ও সমাজের সব স্তরের মধ্য থেকে ৬৫ জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) গঠন করা হয়েছে। TLCC'র মাধ্যমে পৌর এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং এর সমাধানসহ পৌরসভার আয় বৃদ্ধি বিশেষ করে পৌরকর আদায়ের ক্ষেত্রে কৌশল নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করে উঠান বৈঠকের মাধ্যমেও পৌরকর পরিশোধের জন্য তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। সনাতন পদ্ধতির হাতে লেখা পৌরকর আদায়ের রশিদ পরিবর্তন করে Computerized Tax Bill জারী করে তা প্রতিটি Holding এ পৌঁছে দেয়া হচ্ছে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে পৌরবাসী পৌরকর প্রদান করছেন। ফলে বিগত ৫ বছরে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার পৌরকর আদায়ের হার অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার কিছু তথ্য দেয়া হলো ঃ ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের শুরুতে প্রকল্পভুক্ত ২২টি পৌরসভার পৌরকর আদায়ের হার ছিল মাত্র ৩০% । UGIIP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পরবর্তী দুই অর্থ বছরে এই হার যথাক্রমে ৪৪% এবং ৫৯%-এ উন্নীত হয় । আদায় বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ হচ্ছে প্রতি বছর প্রতিটি পৌরসভা ন্যূনতম ১০% বেশী হারে পৌরকর আদায় করতে না পারলে দুবছর পর সংশ্লিষ্ট পৌরসভা প্রকল্প থেকে বাদ পরবে । এ শর্ত এবং অনুরূপ আরও কিছু শর্ত পুরণ না করায় ২০০৬ সালের জুলাই মাসে ৩টি পৌরসভাকে প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হয়। একই সঙ্গে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে নতুন ১১টি পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । দুবছর মেয়াদী এ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়। ফলে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর শেষে পৌরসভাগুলো আর্থিক বিষয়ে অধিকতর সাফল্য অর্জন করে । এ সময় ১৯টি পৌরসভা কর্তৃক ৮০% বা আরও অনেক বেশী হারে পৌরকর আদায় করা সহ ৩০টি পৌরসভা গড়ে ৮১% পৌরকর আদায় করে। এ বিষয়ে পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, TLCC-র সদস্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ নিজেরা পৌরকর পরিশোধ ছাড়াও নিজেদের পাড়া, মহল্লার জনগণকে পৌরকর প্রদানে উদ্বুদ্ধ (Motivate) করেন। এ ছাড়া Postering, Leaflet বিতরণ, স্থানীয় ভাবে কেবল টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে পৌরসভার পক্ষ থেকে আবেদন এবং র‍্যালীর মাধ্যমে পৌরকর পরিশোধের জন্য প্রচার কাজ চালানো হয়। এতে পৌর এলাকার জনগণ পৌরকর পরিশোধে উৎসাহী হন।

এ ধরণের প্রচার কার্যক্রম চালানোর ফলে পৌরসভা ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমে গিয়ে পৌরসভার প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে । আশা করা যায় প্রকল্পের ২ বছর মেয়াদী ৩য় পর্যায়ে (Phase-III) এই আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলো আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হবে। ❐

(১ম পৃষ্ঠার পর) গত ৮ সেপ্টেম্বর বাদ আসর এলজিইডি সদর দপ্তরে মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এই সচিবের আকস্মিক মৃত্যুতে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল গভীর শোক প্রকাশ করেন। এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে হারালো। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা'র কাছে আমরা মরহুমের রুহ-এর মাগফেরাত কামনা করছি।

# UPPRP বদলে দিয়েছে ওদের জীবন

১

স্বামী সন্তান নিয়ে কোনও রকম চলছিলো চাঁদপুরের হাজেরা বেগমের সংসার। হঠাৎ মেঘনার গর্ভে বিলীন হলো সর্বশেষ ঠাঁই ভিটে-মাটিটুকু। ভেঙে গেলো তার কপাল। বাঁচার তাগিদে অসুস্থ স্বামী আর পাঁচ সন্তান নিয়ে চলে এলো নারায়ণগঞ্জ। ঠাঁই নিলো ডিয়ারা এলাকার বস্তিতে। পেটে ভাত নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই, চারদিকে অন্ধকার। অসুস্থ স্বামী আব্দুস সামাদের কোনও ক্ষমতা নেই কাজ করার। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে হাজেরা যা পায় তাই দিয়ে একবেলা খাবার জোটে তো অন্যবেলা উপোস। বস্তিতে ঘর ভাড়া নেয়। ভাড়া যোগাতে এর ওর কাছে টাকা ধার করে। বাড়তে থাকে ঋণের বোঝা।

২

মুসলিম নগর বস্তির বাসিন্দা হালিমার রিকশা চালক স্বামী হরমুজ আলী বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কোনও দিন একবেলা রিকশা চালায়, কোনও দিন পারে না। হালিমারও বয়স হয়েছে। ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে যা পায় তাতে চলে না। সংসারে নিত্য অভাব। ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়েছে আগেই। মেয়েও বড় হতে থাকে। বস্তির বখাটে ছেলেদের চোখ বাঁচিয়ে চলা দায় সোমত্ত মেয়ের। ধার-দেনা করে বিয়ে দেয় হালিমা তার একমাত্র মেয়েকে। সংসারে এখন তারা স্বামী-স্ত্রী আর মাথায় ঋণের বোঝা।

৩

রিকশা চালক ওবায়দুল হকের স্ত্রী শেফালী বেগমের এক মেয়ে দুই ছেলের সংসার। বিক্রমপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ এসেছিলো ২০ বছর আগে ভাগ্য ফেরাতে। ভাগ্য মুখ ফেরায়নি তাদের দিকে। পারিবারিক অনটনে লেখা-পড়া করাতে পারেনি সন্তানদের। কোনও মতে জীবন চলতো মুসলিম নগর বস্তির পলিথিনের ঝুপড়ি ঘরে।

৪

স্কুল শিশুদের আনা-নেয়ার কাজ করে হালিমা বেগম। স্বামী ছলিম মিয়া দিন মজুর। সাত জনের সংসারে প্রতিনিয়ত দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ। চাঁদা তুলে বিয়ে দিতে হয় মেয়েকে। একদিন হঠাৎ মারা যায় বড় ছেলে। পুত্রবধূ আর নাতী-নাতনীরা এসে সংসারের বোঝা বাড়িয়ে দেয় আরও। হতদরিদ্র এই পরিবারটি বাস করে মসজিদ পাড়া বস্তিতে।

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের (UPPRP) আওতায় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ডিয়ারা, মুসলিম নগর ও মসজিদ পাড়া সিডিসি হাজেরা, হালিমা, শেফালীদের হতদরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করে। প্রকল্প থেকে এদের প্রত্যেককে দেয়া হয় ২৫০০ টাকা করে অনুদান।

UPPRP এর কল্যাণে স্বাবলম্বী হয়েছে নারায়ণগঞ্জের হাজেরা বেগম।

অনুদানের টাকায় কেউ শাড়ি-কাপড়, কেউ কাঁচা সবজি কিনে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে, কেউবা দিয়েছে চা-পানের দোকান। এখন তারা স্বাবলম্বী হওয়ার পথে এগুচ্ছে। দলীয় সঞ্চয় তহবিলে সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় করছে। স্বপ্ন দেখছে দারিদ্রহীন জীবনের।

UPPRP ৬টি সিটি করপোরেশন ও ২৪টি পৌরসভার ৩০ লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ❐

# এমএসইউ'র আয়োজনে পৌরসভার প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে ৩০টি পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীদের পাঁচ দিনব্যাপী মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (QCT-2) অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক। উদ্বোধনী বক্তব্যে জনাব হক বলেন, পৌরসভার প্রকৌশলীগণ পৌরবাসীদের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকেন। নির্মাণকে টেকসই করতে প্রয়োজন মান সম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার এবং নির্মাণ পর্যায়ে কাজের গুনগতমান রক্ষা করা।

এসব কাজে পৌরসভার প্রকৌশলীগণকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তা কাজে লাগিয়ে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে পৌর প্রকৌশলীগণ ভুমিকা রাখবেন মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এমএসইউ'র উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ ও কেন্দ্রীয় এমএসইউ'র উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন। ❐

এমএসইউ আয়োজিত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন MSU/UMSUর পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক। পাশে এমএসইউর উপ-পরিচালক জনাব মকবুল হোসেন, সিএমএসইউ এর উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ।

# মিশন

## এডিবি রিভিউ মিশন ঃ STIFPP-2 কার্যক্রম পর্যালোচনা

সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্যাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রজেক্ট (STIFPP-2) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার অংশ হিসেবে গত ১৮-২৮ আগষ্ট ২০০৮ এডিবি রিভিউ মিশন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে মিশনের অন্য সদস্য ছিলেন প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব লিয়াকত আলী খান। রিভিউ মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি, সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হয়। ১৯ থেকে ২২ আগষ্ট মিশন মানিকগঞ্জ ও কুষ্টিয়া পৌরসভা এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনে বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শনসহ পৌর ও সিটি করপোরেশন প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। এছাড়া মিশন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত "মেডিকেল ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে । ❐

এলজিইডি ও CDIA এর মধ্যে কার্যবিবরণী স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত BFMUD এর প্রেসিডেন্ট ও এলজিইডির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক।

## CDIA মিশন

সিটিজ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর এশীয়া (CDIA) এর একটি মিশন গত ১৬-২২ জুলাই ২০০৮ বাংলাদেশ সফর করে। মিশনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে CDIA সম্বন্ধে ধারণা দেয়া এবং বাংলাদেশে এর প্রয়োগের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করা, যাতে এ বিষয়ে CDIA থেকে সহায়তা দেয়া যায়। মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে কয়েকটি সভায় মিলিত হয়। উভয় পক্ষ এ বিষয়ে আরও সহযোগীতার ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্য সম্মত হয়। গত ২১ জুলাই ২০০৮ তারিখে এলজিইডি ও CDIA এর মধ্যে একটি কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হয়। ❐

## এডিবি রিভিউ মিশন ঃ EDDRP এর কার্যক্রম পরিদর্শন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সিনিয়র প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট জনাব আহমেদ ফারুক এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের ADB রিভিউ মিশন গত ৮-৯ আগষ্ট ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ হিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭ (ইডিডিআরপি) পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন ADB বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব মো: নজরুল ইসলাম। মিশন সিংড়া, শাহজাদপুর ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজ পরিদর্শন এবং পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। মিশন লিডার জনাব আহমেদ ফারুক পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভাকে আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পৌরসভা পরিদর্শনকালে মিশন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এলাকার উন্নয়ন ও প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন এবং কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় EDDRP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দীন আহমেদ, উপ- প্রকল্প পরিচালক জনাব আতাউর রহমান খান, পরামর্শকের টিম লিডার জনাব গাজী মোহাম্মদ মোহসিন এবং মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব আব্দুস সবুর উপস্থিত ছিলেন। ❐

এডিবি রিভিউ মিশন কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় STIFPP-2 এর আওতায় নির্মিত ড্রেনের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষন করেন। এ সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে STIFPP-2 এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

## এডিবি অপারেশন ইভ্যালুয়েশন মিশনের বাংলাদেশ সফর

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আরবান এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সেনিটেশন সেক্টরস্ ইভ্যালুয়েশন মিশন গত ৯-২১ আগষ্ট ২০০৮ বাংলাদেশ সফর করে। ADB'র সিনিয়র ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট Mr. Walter A.M. Kolkma'র নেতৃত্বে ৪ সদস্যের মিশনের অপর সদস্যরা হলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুজিবুর রহমান ও ড. সরোয়ার জাহান। মিশন নড়াইল, নওয়াপাড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, গোপালপুর, সিরাজগঞ্জ ও শাহজাদপুর পৌরসভা পরিদর্শন করে। এসময় মিশন এলজিইডির আওতাধীন নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় TLCC'র সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। পৌরসভার কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল, পানির বিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম সম্পর্কে মিশনকে অবহিত করা হয়। UGIIP ও STIFPP-2 এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন পৌরসভা পরিদর্শনের সময় মিশনের সঙ্গে ছিলেন। ❐

এডিবির সিনিয়র ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট Mr. Walter A.M. Kolkma UGIIP এর নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সঙ্গে দেখা করেন।

এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান। মঞ্চে আছেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, জনাব মোঃ লোকমান হাকিম ও জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক।

## এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভা

(৮এর পাতার পর)

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি বিগত বছরগুলোতে যে কর্ম দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে ভবিষ্যতেও তা অব্যহত থাকবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বর্তমান অর্থ বছর এলজিইডির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এবছরেই নতুন প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডির দায়িত্বভার গ্রহন করবেন।

তিনি বলেন, নতুন নেতৃত্বে এলজিইডি মানসম্পন্ন তদারকির মাধ্যমে সরকারের নিজস্ব ও বৈদেশিক অর্থায়নে চলমান প্রকল্পগুলো দ্রুততার সঙ্গে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করবে এবং গ্রামীণ জনপদে দারিদ্র দূরীকরণ ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশে যে সুনাম অর্জন করেছে তা আরও উন্নত করতে সক্ষম হবে।

তিনি সততা, আন্তরিকতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যহত রাখার আহবান জানিয়ে দু'দিনের পর্যালোচনা সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

পর্যালোচনা সভার ২য় দিন সকালের অধিবেশনে নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক। তিনি নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় বাস্তবায়িত কাজের গুণগতমান রক্ষার্থে যথাযথ ল্যাবরেটরী সাপোর্ট দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান। ৩১ জুলাই সমাপনী অধিবেশনে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান মাঠ পর্যায়ে কর্মরত এলজিইডির প্রকৌশলীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আরও তৎপর হওয়ার আহবান জানিয়ে সভা শেষ করেন। ❐

## অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে গেলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান

দীর্ঘ প্রায় আট বছর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে সফল ভাবে দায়িত্ব পালনশেষে গত ২৭ আগষ্ট জনাব মোঃ শহীদুল হাসান সমাপ্ত করেন সুদীর্ঘ ৩২ বছরের চাকরি জীবন। তিনি ২০০০ সালের ১০ ডিসেম্বর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। কর্মদিবসের শেষ দিনে এলজিইডি মিলনায়তনে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়োজনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিদায়ী প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান বলেন, ১০ হাজার সরকারি ও ৫ হাজার প্রকল্পভুক্ত মোট ১৫ হাজারেরও বেশী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে এলজিইডি বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকৌশল অধিদপ্তর। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নিরলস পরিশ্রমের ফলে স্বল্প ব্যয়ে মান সম্মত কাজ বাস্তবায়নে এলজিইডি যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে তা অব্যহত রাখতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন সততা, সম্পৃতি ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে কাজ করা। প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি সকল স্তরের কর্মকতা/কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, জনাব মোঃ লোকমান হাকিম, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম। ❐

## জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম এর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম গত ২৭ আগষ্ট অপরাহ্নে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি জনাব মোঃ শহীদুল হাসানের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ১৯৫১ সালের ৩০ ডিসেম্বর পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কাচিপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮৮ সালে যুক্তরাজ্যের সাদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতনকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৭৫ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পি ডব্লিউ ডিতে কর্মজীবন শুরু করেন। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ১৯৭৭ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৭৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আশুগঞ্জ সার ও কেমিক্যাল কোম্পানীতে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭৮ সালের ২৬ অক্টোবর পল্লী পূর্ত কর্মসূচির আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন যা পরবর্তীতে এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদন্নতিপ্রাপ্ত হন। এ সময় তিনি এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কসপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, নেপাল, কোরিয়া, সুইডেন, তাজিকিস্থান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারত সফর করেন। ❐

নতুন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বিদায়ী প্রধান প্রকৌশলীকে এলজিইডির পক্ষ থেকে এলজিইডির স্মারক উপহার দেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ডঃ এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম ২৭ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের বন্যা-২০০৭ পুনর্বাসনের আওতায় পাবনা জেলার সুজানগর পৌরসভার সুজানগর নিওগির বনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নিওগির বড়গ্রাম কবরস্থান রাস্তার পুনর্বাসন কাজের উদ্বোধন করেন।

## UGIIP-2 এর ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত

১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP-2) এর দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৩৫টি পৌরসভার মেয়রদের প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়।

এলজিইডির নতুন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শেখ খুরশীদ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিভাগের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জনাব মিজানুর রহমান, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ লোকমান হাকিম ও জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ADB, KFW ও GTZ এর প্রতিনিধিবৃন্দও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, UGIIP একটি সফল প্রকল্প। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পৌরসভাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোয় সহায়তা করণে এটি একটি অনন্য প্রকল্প। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকেই UGIIP-2 শুরু হতে যাচ্ছে। UGIIP-2 তে অন্তর্ভুক্ত পৌরসভাসমূহ সফলভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডর প্রধান প্রকৌশলী বলেন, নগরে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলের অবকাঠামো ও পৌর সেবার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা মেটাতে ১৯৯০ সাল থেকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য মাঝারী শহর উন্নয়ন প্রকল্প STIDP-I ও II বাস্তবায়িত হয়েছে। STIDP-I ও II এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২০০৩ সাল থেকে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP) বাস্তবায়িত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানশেষে যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জনাব মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে Working Session শুরু হয়। ❐

## এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এলজিইডির বার্ষিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা গত ৩০ ও ৩১ জুলাই ২০০৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী এ পর্যালোচনা সভা উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান। উদ্বোধনী অধিবেশনে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক এবং সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ৮৭% আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ঠিকাদারদের কাজ বাস্তবায়নে অনীহা ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো অর্জিত হয়নি। বর্তমান বাজার দরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন রেট সিডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে যা আগামী অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের মতো এলজিইডির কাজের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সাহায্য করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। (এরপর ৭ এর পাতায়)

UGIIP-2 এর ওরিয়েন্টেশন সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শেখ খুরশীদ আলম, পাশে (ডান দিকে) স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জনাব মিজানুর রহমান, (বাম দিকে) এলজিইডির নতুন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব নাজমুল হাসান ও ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ।

সম্পাদক : মুহঃ আজিজুল হক, পরিচালক UMSU, আরডিইসি (লেভেল-৮), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০। সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।